৩

আজকের কাগজ

তারিখ ... 08 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

মাধ্যমিক সরকারি বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ প্রসঙ্গে

গত ১৩-৯-৯৩ ইং তারিখে 'দৈনিক আজকের কাগজ' পত্রিকায় প্রকাশিত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ প্রসঙ্গে একটি বিজ্ঞপ্তি আমাদের মতো মহিলা প্রার্থীদেরকে হতবাক ও বিস্মিত করেছে।

ইতিপূর্বে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষদের অনূর্ধ্ব বয়সসীমা ছিলো ২৭ বছর। মহিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে এই বয়সসীমা ছিলো ৩০ বছর। কিন্তু এবারের বিজ্ঞপ্তিতে পুরুষদের অনূর্ধ্ব বয়সসীমা ৩ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে অথচ মহিলাদের অনূর্ধ্ব বয়সসীমা পূর্বের মতো বলবৎ রয়েছে। এমনকি সরকারি চাকরিজীবীদের বেলায়ও কোনো ব্যতিক্রম রাখা হয়নি। অথচ মুক্তিযোদ্ধাদের বেলায় বয়সসীমা শিথিলযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মেয়ে হয়ে জন্মানোর কারণে এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমরা অপ্রাপ্ত বয়স্কা থাকায় মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে সনদপত্র লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি। উপরন্তু বিবাহ, সন্তান-সন্ততি লালন-পালনের সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েদের লেখাপড়ার যথেষ্ট ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। ফলে সরকারি চাকরির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে বেশি সময় লেগে যায়।

অতীতে মেয়েদের প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞা-অবহেলা ও নানা প্রকার প্রতিকূলতার কথা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তাই সদাশয় সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সারাদেশের যোগ্যতাসম্পন্ন মেয়েদের পক্ষ থেকে বিনীত নিবেদন তারা যেন মেয়েদের অনূর্ধ্ব বয়সসীমা ৩ বছর বৃদ্ধি করে ৩৩ বছর নির্ধারণপূর্বক এ উপমহাদেশের সবচেয়ে অবহেলিত নারী সমাজের প্রতি সুবিচার করেন।

সাহিদা বেগম
কালিবাড়ী, ঠাকুরগাঁও
তসকিনা বেগম
ঘোষপাড়া, ঠাকুরগাঁও।